Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 21-04-2026 14:40 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ভবানীপুরে প্রচারে সর্বধর্ম সমন্বয় ! লেডিস পার্কে শিখ-মুসলিম বিহারিদের সঙ্গে কথা মমতার

বাইকে পেছনে বসানো যাবে না, বাঁধা হল চালানোর সময় ! কড়া কমিশন

গোপনে তেহরানকে সামরিক সাহায্য বেজিংয়ের ! হরমুজে ইরানি জাহাজ আটকে চাঞ্চল্যকর দাবি নিকি হেলির

সরকার গড়েই গোর্খা সমস্যার সমাধান, সময়সীমা বেঁধে মমতাকে তোপ শাহের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটযুদ্ধের শেষলগ্নে উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে মমতা সরকারকে সরাসরি উৎখাতের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ের সভা থেকে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, গোর্খা সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান কেবল বিজেপিই করবে। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শাহের বিস্ফোরক অভিযোগ, গোর্খা সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে গত ছয় বছরে তিনবার বৈঠক ডেকেছিলেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো প্রতিনিধি একবারও সেই আলোচনায় অংশ নেননি। তৃণমূলের এই 'অসহযোগিতা'র পাল্টা দিয়ে শাহের হুঙ্কার, 'মমতাদিদি, আমরা গোর্খাদের সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার ওপর নির্ভরশীল নই।' এদিন কার্শিয়াংয়ের সভামঞ্চে বিমল গুরুং ও রাজু বিস্তার উপস্থিতিতে পাহাড়ের আবেগ উসকে দেন শাহ। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর আগামী ৬ মে-র মধ্যেই ঝুলে থাকা গোর্খা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শাহের কথায়, 'বিজেপির সরকার গঠিত হওয়ার

পরই প্রত্যেক গোর্খার মুখে সন্তুষ্টির হাসি থাকবে। আমরা এমন সমাধান বের করব যা গোর্খাদের মনের মতো হবে।' কংগ্রেস ও তৃণমূল গোর্খাদের ওপর বছরের পর বছর অন্যায় করেছে দাবি করে শাহ বলেন, বিজেপির বাইরে আর কেউ এই সমস্যার জট কাটাতে পারবে না। এমনকি ভোটার তালিকা থেকে যে সব গোর্খাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে তিনি বড় আশ্বাস দেন।আক্রমণের সুর চড়িয়ে শাহ বলেন, 'পুরো পশ্চিমবঙ্গ ঘুরতে ঘুরতে আজ শেষ দিনে পাহাড়ে এসেছি। মমতাদিদিকে টাটা বাই বাই করার সময় হয়ে গিয়েছে।' উন্নয়নের প্রশ্নেও মমতা সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। শাহের দাবি, উত্তরবঙ্গের বাজেটে যেখানে ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সেখানে মুসলিম সম্প্রদায় ও মাদরাসার জন্য বরাদ্দ ৫, ৮০০ কোটি টাকা। এই বৈষম্য পাহাড় ও উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত বঞ্চনা বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর সাফ কথা, গোর্খাদের মহান ইতিহাসকে মমতাদিদি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন। নারী নিরাপত্তা ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শাহ এদিন চরম আক্রমণাত্মক ছিলেন। সন্দেশখালি থেকে আরজি কর এবং মাটিগাড়া থেকে বাগডোগরার চা বাগান; রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নারী নির্যাতনের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটা স্রেফ দুজন বিধায়ক করার ভোট নয়। এটা পাহাড় থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত মা-বোনদের সুরক্ষিত করার ভোট। বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক ধর্ষককে বেছে বেছে জেলে ঢোকানো হবে।' অনুপ্রবেশ ইস্যু টেনে তিনি জনতাকে প্রশ্ন করেন, 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের তাড়ানো উচিত কি উচিত নয়?' অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোই বিজেপির লক্ষ্য বলে তিনি স্পষ্ট করেন।হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি না থাকায় আগে আসতে না পারার আক্ষেপ প্রকাশ করে শাহ বলেন, কথা রাখতেই তিনি আজ কার্শিয়াংয়ে এসেছেন। তাঁর দাবি, গত তিনটি নির্বাচনে পাহাড় পদ্মফুলকে সমর্থন দিলেও এবার গোটা পশ্চিমবঙ্গ দিদিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তৈরি। পাহাড়ের বঞ্চনার ইতিহাস মুছে গোর্খাদের 'দেশভক্তি'র মর্যাদা রক্ষাই এখন বিজেপির মূল লক্ষ্য বলে শাহ তাঁর ভাষণে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ৪৫০ শব্দের এই প্রতিবেদনে উঠে এল পাহাড় নিয়ে শাহের আগামী দিনের ব্লু-প্রিন্ট। ফাইল ফটো।

বেলডাঙা কান্ড ঃ ইউএপিএ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান বিচারপতি

নয়া জামানা ডেস্ক বেলডাঙার অশান্তি মামলায় ইউএপিএ প্রয়োগের ভবিষ্যৎ এখন প্রধান বিচারপতির হাতে। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। এর ফলে জামিন বাতিলের আবেদন ও আইনের ধারা নির্ধারণের বিষয়টি এখন প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে নির্ধারিত হবে। বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, ইউএপিএ-র ১৫ নম্বর ধারা এই ঘটনায় কার্যকর হবে কি না, সেই গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবেন খোদ প্রধান বিচারপতি। তাই তাঁদের বেঞ্চে এই শুনানি আর সম্ভব নয়। ঘটনার সূত্রপাত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটা ব্যাপক অশান্তি থেকে। ভাঙচুর, রেল অবরোধ এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরবর্তীতে হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় এনআইএ-র হাতে। কেন্দ্রীয় এই গোয়েন্দা সংস্থা সোমবার হাই কোর্টে অভিযুক্ত ১৫

জনের জামিন বাতিলের আর্জি জানায়। তাঁদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যখন ইউএপিএ প্রয়োগের দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের জামিন দিয়ে দিয়েছে। এনআইএ দাবি করে, তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই এই মুক্তি তদন্তের পথে অন্তরায়। ইতিমধ্যেই এই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়েছিল, 'প্রায় এক মাস আগে এনআইএ-কে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। তারা এফআইআর দায়ের করেছে। তবে ইউএপিএ-র ১৫ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনই কোনও মতামত দিচ্ছি না।' শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, এনআইএ-কে মুখবন্ধ খামে হাই কোর্টে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেখানে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জানাতে হবে ইউএপিএ প্রয়োগের যৌক্তিকতা আছে কি না। উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা জনস্বার্থ মামলায় হাই কোর্ট আগেই জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এনআইএ তদন্ত করতে পারে। তবে রাজ্য বনাম কেন্দ্রের টানাপড়েন থামেনি। এনআইএ-র অভিযোগ ছিল, রাজ্য পুলিশ অসহযোগিতা করছে। পাল্টা রাজ্য জানায়, পুলিশি তৎপরতাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। এখন আইনি মারপ্যাঁচে ১৫ জন অভিযুক্তের ভাগ্য এবং এই ঘটনায় কড়া সন্ত্রাসবিরোধী আইন কার্যকর হবে কি না, তা নির্ভর করছে প্রধান বিচারপতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর। সব মিলিয়ে বেলডাঙা মামলার ভরকেন্দ্র এখন প্রধান বিচারপতির এজলাস।

ট্রাইব্যুনালে 'পাশ' করলেই ভোট, বিকেলেই তালিকা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট দেওয়ার 'যোগ্য' আপনি? দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে আজ। ট্রাইব্যুনালে শুনানি ও নিষ্পত্তির পর মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায়ের ওপরই নির্ভর করছে কয়েক হাজার মানুষের ভোটাধিকার। কমিশন জানিয়েছে, মঙ্গলবার প্রচার শেষ হওয়ার ঠিক পরেই জানা যাবে কারা ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনে বুথমুখী হতে পারবেন। এসআইআর প্রক্রিয়ার পর থেকেই ভোটারদের একাংশের মধ্যে অনিশ্চয়তা দানা বেঁধেছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, ভোটের আগে বিধি মেনে যোগ্য ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার বিকেলের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। যাঁদের নাম বিচারাধীন ছিল, তাঁদের ট্রাইব্যুনালের পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। দিতে হয়েছে বাড়তি তথ্যপ্রমাণ। সেই পরীক্ষায় যাঁরা উতরে যাবেন, তাঁরাই বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা আসনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে তালিকা প্রকাশের খবর মিললেও তা দেখার উপায় নিয়ে ধন্দ কাটেনি। কমিশনের ওয়েবসাইট নাকি বুথে বুথে এই তালিকা টাঙানো হবে, তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে সাধারণ মানুষ। প্রথম দফার ভোট মিটলে ফের একই প্রক্রিয়া চলবে দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রেও। আগামী ২৯ এপ্রিলের ভোটের আগে ২৭ এপ্রিল ফের নতুন তালিকা দেবে কমিশন। আজ বিকেলের এই 'রেজাল্ট আউট'-এর দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের কয়েক হাজার ভোটার। শেষ মুহূর্তে কার নাম তালিকায় উঠল আর কার বাদ পড়ল, তা নিয়েই এখন চূড়ান্ত উত্তেজনা। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কড়া বার্তার পর কমিশন এখন তড়িঘড়ি এই তালিকা জনসমক্ষে আনতে তৎপর। সংশ্লিষ্ট ভোটারদের লাইনে দাঁড়ানোর ছাড়পত্র মিলবে কি না, তা স্পষ্ট হবে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 21-04-2026 14:40 Page 2

গরমে সুস্থ রাখুন বাড়ির বয়স্কদের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বৈশাখ পড়তে না পড়তেই রোদে-ঘামে নাজেহাল হওয়ার জোগাড়! এত গরম ভাল্লাগে না বাপু বলে আপনি না হয় সেঁধিয়ে গেলেন এসি-র অন্দরে। বয়স কম হলে যেমন তেমন করে গরম এড়ালেই হল। কিন্তু যাঁদের বয়স ষাট পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সত্তরের দিকে, কিংবা আরও বেশি? তাঁদের জন্য কিন্তু সবকিছু এতটাও সহজ নয়। বরং গরম বাড়লে আর ঠিকমতো সাবধান না হলেই পদে পদে রয়েছে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি। এই সময়টায় তাই পরিবারের প্রবীণদের দিকে একটু বাড়তি নজর রাখতেই হবে। করতে হবে বাড়তি যত্ন। তবেই তাঁদের সুস্থ রাখা সহজ হবে। কী কী করা যায় তা হলে?জল খাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাঃ তাপমাত্রা যে হারে বাড়ছে, তাতে ডিহাইড্রেশন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে অনেকটাই। বয়স্ক মানুষেরা প্রয়োজনের তুলনায় জল কম খেলে তাই অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। অন্তত ১০ গ্লাস জল খেতে হবে সারাদিনে। অনেক সময়ে তেষ্টা পেলে বা ভিতরে ভিতরে ডিহাইড্রেশন হয়ে গেলেও বোঝা যায় না। প্রবলে গরমে মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, ক্লান্তি এবং ব্লাড প্রেশার নেমে যাওয়া ডিহাইড্রেশনের উপসর্গ। তাই অবশ্যই সাবধানে রাখুন প্রবীণদের। হাতের কাছেই রেখে দিন জলের বোতল। শরীরে আর্দ্রতা বজায় রাখ তে তাঁদের ভালভাবে স্নান নিশ্চিত করুন। অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি না থাকলে প্রবল গরমে রাতে শোওয়ার আগেও অল্প স্নান করতে বলতে পারেন, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের মত নিয়ে।

খাওয়াদাওয়াঃ ডায়াটিশিয়ান পম্পা রায় বলছেন, এ সময়টায় নিয়ম মেনে সহজপাচ্য, হাল্কা খাবার খাওয়া এবং শরীরে আর্দ্রতার ভাগ ঠিক রাখাটাই প্রবীণদের সুস্থতার চাবিকাঠি। তাই অতিরিক্ত গরমে বারে বারে জলপান, ঘরে তৈরি শরবত, লস্যি, ঘোল বা ডাবের জল খাওয়া শরীরে জলশূন্যতা এড়াতে সাহায্য করবে। রোজকার খাবারেও রাখতে হবে জলের ভাগ বেশি আছে এমন ফল বা সব্জি। একেবারে কম তেলমশলা দিয়ে রান্না, পাতলা মাছের ঝোল এ সময়টায় উপকারী। বাইরের খ াবারদাবার, সরবত, কোল্ড ড্রিঙ্কস একেবারেই দেবেন না। চা-কফিও একেবারে কম খাওয়া জরুরি।

পোশাকআশাকঃ গরমে আরামে রাখুন বাড়ির বয়স্কদের। খেয়াল রাখুন তাঁরা যেন একেবারে পাতলা জামাকাপড় পরেন। হাল্কা রঙের সুতি, লিনেন বা খাদির ঢিলেঢালা পোশাক বেছে দিন তাঁদের জন্য। তাতে শরীর ঠান্ডা থাকবে।

বাইরে বেরোলেঃ তুমুল গরমে, বিশেষত দিনের বেলা প্রবীণদের বাইরে যেতে দেবেন না খুব প্রয়োজন না হলে। বেরোতে হলে রোদ পড়ার পরে কিংবা সন্ধেই ভাল। একান্তই রোদের সময়ে জরুরি কাজে বেরোতে হলে একেবারে হাল্কা পোশাক পরতে বলুন। মাখতে বলুন অন্তত এসপিএফ৩০ মাত্রার সানস্ক্রিন। অবশ্যই সঙ্গে থাক ছাতা বা টুপি, সানগ্লাস, জলের বোতল এবং বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে হলে সহজপাচ্য খাবার, ওআরএস এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ। বয়স্কদের রোদে হাঁটাহাঁটি একেবারেই করতে দেবেন না। কম দূরত্বে হলেও বাড়ির গাড়ি, রিকশা বা অন্য কোনও যানবাহন ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন।

শরীরচর্চায় সাবধানতাঃ বয়স যত বাড়ে, স্বেদগ্রন্থিও তার কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে। ফলে ঘাম বেশি ঝরে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও বাড়ে। এ সময়ে প্রবীণদের তাই খুব বেশি পরিশ্রমের ব্যায়াম না করাই ভাল। বদলে যোগাসন বা অল্প হাঁটার মতো হাল্কা শরীরচর্চা করলেই সুস্থ এবং ঝরঝরে থাকা যাবে।

অ্যালার্জিতে নজরঃ গ্রীষ্মের মরশুমে নানা ধরনের পরাগরেণু বাতাসে ওড়ে। তা ছাড়া তাপমাত্রার হেরফের, কালবৈশাখী, নিম্নচাপও লেগেই থাকে। ফলে নানা ধরনের অ্যালার্জির প্রকোপ বাড়ে এই সময়টায় যাতে বয়স্কদের অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবণতাও থাকে বেশি। একটুতেই গলা খুশখুশ, চোখে অস্বস্তি বা জল পড়া, নিঃশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ, বমি ভাব, ত্বকে র্যাশের মতো সমস্যা দেখ া দেয়। ফলে যথাসম্ভব সাবধানে রাখ তে হবে তাঁদের। বিশেষত যে সমস্ত প্রবীণেরা অ্যাজমার রোগী, এ সময়টায় তাঁদের হাঁপানির টান ওঠার মাত্রা ও ঝুঁকি দুটোই বাড়ে। কারও এতটুকু সমস্যা দেখলে তাই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।

বেলাগাম মেজাজঃ গরমে, রোদে, ঘামে অস্বস্তিতে যে কোনও মানুষই মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। অনেকে এমনিতেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খিটখিটে হয়ে পড়েন। ফলে প্রবল গরমে প্রবীণদের মেজাজ খারাপ বা বিরক্তি বেড়ে যায় অনেকটাই। এই পরিস্থিতির কথা

খেয়াল রেখে তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন ঠান্ডা মাথায়। রাগ বা বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে এমন প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলুন যথাসম্ভব। রাগারাগি করে শরীর খারাপ হলে বয়স্করাও যেমন ভুগবেন, বাড়ির অন্যরাও পড়বেন সমস্যায়। গরম মাত্রা ছাড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে এখনই। চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে পরিবারের প্রবীণদের তাই সাবধানে রাখুন। সঙ্গে ভাল থাকুন নিজেরাও।

ফ্লেমিঙ্গোরা জন্মগত গোলাপি নয় কীভাবে তাদের রঙ গোলাপি হয়ে যায় জেনে নিন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মুদ্রের ধার। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাপি রঙের পাখি উড়ে যাচ্ছে। বা দাঁড়িয়ে রয়েছে সমুদ্রের ধারে। গলাটা একটু সরু এবং লম্বা। সহজেই বোঝা যায় পাখিগুলো আসলে ফ্লেমিঙ্গো। ওই গোলাপি পাখনাগুলোর জন্যই আরও সহজে চেনা যায়। কিন্তু জানেন কি জন্মের সময়ে তাদের শরীর আসলে ঢাকা থাকে ধুসর ও সাদা রঙের নরম পালক দিয়ে! তার পর কিছু দিনের মধ্যেই যে তারা গোলাপি হয়ে ওঠে এমনটা কিন্তু একেবারেই নয়। বেশ অনেকখানি সময় লাগে তাদের ধুসর থেকে গোলাপি হয়ে উঠতে।তাদের সাদা অথবা ধুসর থেকে গোলাপি হয়ে ওঠার পিছনে মূল কারণ খাদ্যাভ্যাস। তারা মূলত শৈবাল, প্ল্যাঙ্কটন আর ছোট ক্রাস্টেশিয়ান খায়। এই সবগুলির মধ্যেই ক্যারোটিনয়েড নামের এক প্রাকৃতিক পিগমেন্ট থাকে। ক্যারোটিনয়েড এমন এক ধরনের উপাদান যা গাজর, টম্যাটো এবং কুমড়োর মতো সবজিতে থাকে। রং হয় মূলত গাঢ় গোলাপি বা লাল।এই জাতীয় খাবার খেলে ফ্লেমিঙ্গোদের শরীর প্রথমে ক্যারোটিনয়েডকে ভেঙে ফেলে। যার ফলে তাদের চামড়ার এবং পালকের রং ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। দীর্ঘ দিন ধরে একই ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে তাদের রং একসময় পুরোপুরি বদলে যায়। গোলাপি আভা ফুটে ওঠে তাদের পালকে।জন্মানোর পর অনেকদিন পর্যন্ত ফ্লেমিঙ্গোদের পালক ধূসর বা ফ্যাকাসে সাদা রঙের থাকে। ধীরে ধীরে তাদের রং গাঢ় হয়। আবার সব ফ্লেমিঙ্গোর রং একরকম হয় না। যারা বেশি ক্যারোটিনয়েডযুক্ত খাবার খায়, তাদের রং বেশি উজ্জ্বল হয়। আবার যারা কম ক্যারোটিনয়েডযুক্ত খাবার খায়, তাদের রং হয় হালকা বা ফ্যাকাসে গোলাপি।এই গোলাপি রংটিও কিন্তু তাদের শরীরে স্থায়ী নয়। যদি খাবারে ক্যারোটিনয়েড কম থাকে, তাহলে তাদের রং ধীরে ধীরে আবার ফিকে হতে থাকে। এই কারণেই চিড়িয়াখানায় আটক ফ্লেমিঙ্গোদের বিশেষ খাবার দেওয়া হয়। তাদের ডায়েটে ক্যারোটিনয়েড যোগ করা হয়। যাতে তারা গোলাপি রং বজায় রাখতে পারে।

সরকারি অফিসারদের চেয়ার মানেই সাদা তোয়ালে জড়ানো কেন!

নয়া জামানা ঃ সরকারি অফিস মানেই মাথার উপরে ঢিমেতালে পাখা, টেবিলে ফাইলের স্তূপ, স্টিলের আলমারি। এমন একটা ছবি আমাদের সকলেরই মাথায় ঘুরতে থাকে। এর সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে চেয়ারে জড়ানো সাদা তোয়ালের সঙ্গত। কেবল বাংলা নয়, গোটা দেশেই একই ছবি। স্বাভাবিক ভাবে মাথায় প্রশ্নটা আসেই, কেন চেয়ারে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে রাখার এই রীতি যুগের পর যুগ ধরে চলছে? সেই ব্রিটিশ আমল থেকে যার পরিবর্তন হল না! সেই অর্থে কোনও ঘোষিত কারণ কিন্তু নেই। তবে ইতিহাসবিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য থেকে উঠে আসে, তিনটি বিষয়- আবহাওয়া, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভ্যাস, ঔপনিবেশিক মানসিকতা। আসলে ব্রিটিশ আমলে না ছিল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, না ছিল আধুনিক আসবাব। অফিসাররা গরম, ধুলের ভিতর দিয়ে অফিসে আসতেন। গাড়, ট্রেন এমনকী ঘোড়ার পিঠে চেপেও। আর সেই কারণেই তোয়ালে তাঁদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে! একে তোয়ালে দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ, ঘাড় দিব্যি মুছে নেওয়া যায়। সাদা তোয়ালে সহজেই সেসব শুষে নিয়ে অফিসারটিকে শুকনো করে তুলত। তাছাড়া অনেকেই মাথায় প্রচুর তেল মাখতেন। সেক্ষেত্রেও তোয়ালে তেল চুকচুকে মাথা ও চেয়ারের মাঝে অন্তরায় হয়ে উঠে চেয়ারটিকে রক্ষা করে! কেবল বাংলা নয়, গোটা দেশেই একই ছবি। স্বাভাবিক ভাবে মাথায় প্রশ্নটা আসেই, কেন চেয়ারে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে রাখার এই রীতি যুগের পর যুগ ধরে চলছে? সেই ব্রিটিশ আমল থেকে যার পরিবর্তন হল না! কিন্তু যুগ বদলেছে। ইংরেজরা বিদায় নিলেও তাদের তৈরি করে দিয়ে যাওয়া আমলাতন্ত্র বদলায়নি। এমনকী, টেবিল থেকে ঘরের আকার, আসবাবের প্রকৃতি এসব দিয়েই বোঝায় সেই অফিসারের প্রতিপত্তি। আর এই সব কিছুর সঙ্গেই মিশে গিয়েছে সাদা তোয়ালেও! প্রাক্তন কূটনীতিক গুরদীপ সিং সপ্পল সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ব্রিটিশরা চলে গিয়েছে, ঘোড়ারা চলে গিয়েছে, কিন্তু তোয়ালে রয়ে গিয়েছে।' আসলে সাদা মানে পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও সহজতা। সরকারি আধিকারিকরা সেই কারণেই এই তোয়ালে দিয়ে চেয়ার মুড়ে রাখতেন।এখন সময় অনেক বদলেছে। সরকারি দপ্তরের চেহারাও বদলেছে। কিন্তু চেয়ারের গা থেকে সাদা তোয়ালেকে সরানো যায়নি আজও। হ্যাঁ, এখনও স্বাস্থ্য, অভ্যাসের মতো নানা কারণ রয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি রয়েছে আরও একটা বিষয়। এতদিন চলে আসা রীতিকে ভাঙতে না পারার সাহস! ফলে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 21-04-2026 14:40 Page 3

মমতাকে ‘বহিরাগত’বলে কটাক্ষ কেএলও প্রধানের

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কেএলও-র কমান্ডার ইন চিফ জীবন সিংহের ভিডিও বার্তাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘বহিরাগত’ বলে কটাক্ষ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন এবং রাজবংশী সমাজের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন।জানা গিয়েছে, গোপন ডেরা থেকে পাঠানো ওই বার্তায় জীবন সিংহ দাবি করেন, মমতা কোচবিহারকে ভাগ হতে দেবেন না বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা রাজবংশীদের স্বার্থবিরোধী। তাঁর অভিযোগ, রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপর অতীতে অত্যাচার হয়েছে এবং বর্তমান শাসক দল ক্ষমতায় ফিরলে সেই পরিস্থিতি আবার তৈরি হতে পারে। তিনি আরও বলেন, তাঁদের লক্ষ্য আলাদা কোচবিহার রাজ্য গঠন করা এবং

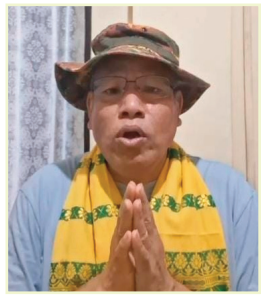

সেই দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।এই প্রসঙ্গে জীবন সিংহ কোচবিহার জেলার সমস্ত আসনে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁদের দাবি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আশ্বাসে আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে কামতাপুরী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি তাঁদের অবস্থান বদলাতে সাহায্য করেছে বলে জানা যায়।প্রথমদিকে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৪০ জন প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা করেছিল। এতে রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তবে পরবর্তীতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং সেই প্রার্থীদের প্রচার বন্ধ করে বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরো ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দল এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে। নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ব্রাউন সুগার সহ ১ গ্রেপ্তার

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের উত্তেজনার মাঝেই বড়সড় সাফল্য পেল ভোরের আলো থানার পুলিশ। প্রায় এক কিলোগ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ক্যানেল রোডে করতয়া সেতুর সামনে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তার আচরণে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাকে আটক করে এবং সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতেই মেলে ব্রাউন সুগারের দু'টি প্যাকেট যার মোট ওজন প্রায় এক কিলোগ্রাম। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এএসপি অহিত্যগনি চক্রবর্তী, ভোরের আলো থানার ওসি সুদীপ দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। ধৃত ব্যক্তির নাম সহিদুর আলী। তার বাড়ি মালদা জেলায় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক জেরায় তিনি জানিয়েছেন, ওই নেশাজাতীয় সামগ্রী মালদা থেকে আনা হয়েছিল।

তবে তা কোথায় এবং কার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ভোরের আলো থানার পুলিশ।

আরাবুলের গাড়িতে হামলার অভিযোগ, বিক্ষোভে অবরোধ

নয়া জামানা, ক্যানিং ঃ ক্যানিংয়ে নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই হিংসার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় প্রচারে যাওয়ার পথে প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় তিনি নিজেই গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ,

একদল দুষ্কৃতী বাঁশ ও লাঠি নিয়ে গাড়ির ওপর চড়াও হয় এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। গাড়ির উইন্ডো গ্লাস ভেঙে যায়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেউলি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন আরাবুল ইসলাম। সেই সময় আচমকাই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। হামলাকারীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা ছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়।হামলার সময় আইএসএফ কর্মীরা আরাবুল ইসলামকে ঘিরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁদের অভিযোগ, শুধু গাড়ি ভাঙচুরই নয়, কয়েকজন কর্মীকেও মারধর করা হয়েছে। ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র হয়।এর প্রতিবাদে আইএসএফ কর্মীরা বাসন্তী হাইওয়ের ঘটকপুকুর চৌমাথা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

সেখানে আরাবুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে হাকিমুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলা হয়। অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়।আরাবুল ইসলামের দাবি, এলাকায় বিরোধীদের ভোট করতে দেওয়া হয় না এবং পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে এবং হামলাকারীদের হাতে অস্ত্র ছিল।অন্যদিকে, বিরোধী পক্ষের তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে যে আরাবুল ইসলাম নিজেই এলাকায় অশান্তি তৈরি করছেন। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখ তে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শেষ দিনে চা বাগানে ঝড়ো প্রচার সঞ্জয় কুজুর

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে ঝড়ের গতিতে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর। ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের একের পর এক চা বাগানে সকাল থেকেই তাকে দেখা গেছে ব্যস্ত প্রচারে। তার সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূলের নেতা জোসেফ মুন্ডা ও জন বারলা। নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত

বানারহাট ব্লকের নিউ ডুয়ার্স, চুনাভাটি, পলাশবাড়ি এবং ডায়না চা বাগানে ইতিমধ্যেই প্রচার সেরে ফেলেছেন তিনি। অল্প সময়ে যত বেশি সম্ভব এলাকায় পৌঁছনোই এখন তার লক্ষ্য। তাই সকাল থেকেই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে টানা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন সঞ্জয় কুজুর। শেষ দিনের এই প্রচারে কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন তিনি। প্রতিটি এলাকায় গিয়ে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং যোগাযোগ গড়ে তোলাই এখন তার প্রধান লক্ষ্য।

সল্টলেকের আনন্দলোক হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে হুড়োহুড়ি রোগীদের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মঙ্গলবার সকালেই শহরের সল্টলেকের করুণাময়ী এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ হঠাৎ করেই হাসপাতালের দোতলার একটি অংশ থেকে আগুন বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। এতে হাসপাতালে থাকা রোগী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার পরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। তড়িঘড়ি করে অন্তত ২০ জন রোগীকে নিচে নামানো হয়। হাসপাতালের এক

কর্মীর দাবি, সবাইকে সুরক্ষিতভাবে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে এবং কেউ গুরুতর আহত হননি। তবে আতঙ্কে অনেক রোগীকে হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় বসে থাকতে দেখা যায়।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু হয়। একইসঙ্গে হাসপাতালের ভেতরে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে আর কেউ আটকে নেই।প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান, অপারেশন থিয়েটারের একটি এসি মেশিনে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আগুনে দোতলার অপারেশন থিয়েটারের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।এই ঘটনায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো গেলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করে কারণ নির্ধারণের চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।

বিকেলের মধ্যে পর্যটকদের দিঘা মন্দারমণি ছাড়ার নির্দেশ কমিশনের

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ রাজ্যে প্রথম দফার ভোটকে কেন্দ্র করে কড়া বিধিনিষেধ জারি করল নির্বাচন কমিশন। নির্দেশ অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যেই দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের জনপ্রিয় সমুদ্র পর্যটনকেন্দ্রগুলি পর্যটকদের খালি করে দিতে হবে। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরের কোনও ব্যক্তি সেখ ানে হোটেল বা গেস্ট হাউসে থাকতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভিন জেলার পর্যটকদের পাশাপাশি কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীকেও ওই সব এলাকায় থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ইতিমধ্যেই হোটেল কর্তৃপক্ষও পর্যটকদের জানিয়ে দিয়েছে যে ২১ তারিখ বিকেল থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত নতুন করে কাউকে থাকার ব্যবস্থা করা হবে না। এই সময়সীমায় নিয়ম ভাঙলে

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২০২৩ সালের ২২৩ নম্বর ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা আসনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সবকটি আসনই রয়েছে। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, উদয়পুর ও শংকরপুর; এই সব সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। তবে ভোটের সময় নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবার এই এলাকাগুলিতে বিশেষ কড়াকড়ি করা হচ্ছে।কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও সক্রিয় হয়েছে। সোমবার রাত থেকেই দিঘা, দিঘা মোহনা এবং মন্দারমণি উপকূল এলাকায় মাইকিং করে পর্যটকদের সতর্ক করা হচ্ছে। তাঁদের বিকেল ৫টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটকের ছদ্মবেশে বাইরের লোকজন এলাকায় ঢুকে অশান্তি তৈরি করতে পারে;এই আশঙ্কা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাই মূল লক্ষ্য। তাই ভোট মিটে যাওয়া পর্যন্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে এই বিশেষ বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 21-04-2026 14:40 Page 4

ভগিনী নিবেদিতা বারবার ছুটে যেতেন দার্জিলিংএর যে বাড়িতে

স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বারবার ছুটে যেতেন দার্জিলিংয়ের রায় ভিলাতে। সেই বাড়িতে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি দেহ রাখার আগে বহুভাবে আলো ছড়িয়েছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' বইয়ের সম্পাদনা তিনি এ বাড়িতে বসেই করেছিলেন। নিবেদিতা দেহ রাখার ১০৮ বছর পর, ২০১৯ সালে সেই বাড়ি থেকেই অন্যরকম আর এক আলো ছড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নিবেদিতা সাতবার এসেছিলেন দার্জিলিংয়ে। পাহাড়ের বিরুপ আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি বারবার পাহাড়ে এসে অনেক কঠিন কাজ সহজভাবে করে গিয়েছেন। তাঁর এই স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়ি রায় ভিলা থেকেই পাহাড়ের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই শুরু হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ।বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' বইয়ের সম্পাদনা তিনি এ বাড়িতে বসেই করেছিলেন। নিবেদিতা দেহ রাখার ১০৮ বছর পর, ২০১৯ সালে সেই বাড়ি থেকেই অন্যরকম আর এক আলো ছড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কলকাতার বি টি রোডের একটি বেসরকারি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার সহযোগিতায় রায় ভিলাতে বসেছিল পাঁচ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট। বর্ষার সময় পাহাড়ে প্রায়ই রোদ দেখ া যায় না। মেঘলা ও কুয়াশাজনিত আবহাওয়ার মধ্যেই বেশ কয়েক বছর ধরে আশ্চর্যজনকভাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ওই প্ল্যান্ট থেকে। সমতল থেকে ৭৪০৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত দার্জিলিং-এর রায় ভিলা। আর নিচের লেবং কার্ট রোড থেকে রায় ভিলা ১২৮ ফুট উঁচুতে। সেখ ানেই ৫০০০ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে গ্রহণ করা হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প। এখন সেখানে ৫০০০ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা কমতেও পারে। তবে কখনোই তা ৪০০ ওয়াটের কম হবে না বলে জানানো হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী নিত্যসত্যানন্দ প্রয়াত হয়েছেন। এই কাজের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত বিল রায় ভিলাকে খরচ করতে হয় না। খুশি পাহাড়বাসী। পাহাড়ে বায়ুদুষণ এবং সূর্যের আলো কম থাকায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এখানে এই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প আজ পুরোপুরি সফল। প্রয়াত সম্পাদক স্বামী নিত্য সত্যানন্দের সময় যেসব সোলার সিস্টেম চালু হয়েছিল তা এখনও চলছে। এর সঙ্গে অতিথি নিবাস যুক্ত হয়েছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বারবার ছুটে যেতেন দার্জিলিংয়ের রায় ভিলাতে। সেই বাড়িতে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি দেহ রাখার আগে বহুভাবে আলো ছড়িয়েছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' বইয়ের সম্পাদনা তিনি এ বাড়িতে বসেই করেছিলেন। নিবেদিতা দেহ রাখার ১০৮ বছর পর, ২০১৯ সালে সেই বাড়ি থেকেই অন্যরকম আর এক আলো ছড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।